আমির-উমারা : ফজিলত, গুণাগুণ ও দায়িত্ব

আমির-উমারা : ফজিলত, গুণাগুণ ও দায়িত্ব

ইসলামের অতিগুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় হলো ইমারাত বা আমিরের দায়িত্ব হওয়া। ইসলামের পুরো নিজাম সুস্থভাবে চলা নির্ভর করে এই ইমারাতের ওপর। এর রয়েছে দুটি দিক। একটি হলো আমির, আরেকটি হলো মামুর। আমির হলো যিনি পরিচালনা করেন, যিনি নেতৃত্ব দান করেন। আর মামুর হলো যাকে পরিচালনা করা হয়, যাকে কারও নেতৃত্ব মেনে চলতে হয়। ইসলামে আমিরের জন্য যেমন কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে, ঠিক তেমনই মামুরের জন্যও আছে অনেক নির্দেশনা ও নিয়মনীতি। উভয়ে যদি স্ব স্ব দায়িত্ব ও নির্দেশনা পালন করে চলে তাহলে পুরো সিস্টেম সুন্দর ও সাবলীলভাবে চলবে এবং ইসলামের বিজয় তরান্বিত হবে। এর অন্যথা হলেই বিপর্যয় নেমে আসবে। ইসলামের ওপর প্রথম বিপর্যয় কিন্তু এ দায়িত্বে অবহেলার কারণেই এসেছিল; যখন উহুদ পাহাড়ে নিয়োজিত তীরন্দাজরা আমিরের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে গনিমতের সম্পদ কুড়াতে ব্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। এজন্য ইসলামের আমির ও মামুর উভয়কেই গুরুত্বপূর্ণ অনেক নির্দেশনা দিয়েছে।

উভয়টিই গুরুত্বপূর্ণ হলেও তুলনামূলক আমিরদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের গুরুত্ব একটু বেশিই। কেননা, মামুর ভুল করলে আমির সংশোধন করে দিতে পারে বা শাস্তি দিতে পারে। কিন্তু আমির ভুল করলে তাৎক্ষণিক সেটা সংশোধন করার বা শাস্তি দেওয়ার কেউ থাকে না। এজন্য মামুরের পদস্খলনে ততটা ক্ষতি হয় না, যতটা হয় আমিরের পদস্খলনে। একজন আমির ঠিক থাকা মানে মামুরদের সবাই ঠিক থাকা, আর একজন আমিরের সমস্যা হওয়া মানে পুরো মামুরদের সমস্যা হওয়া। এজন্য তুলনামূলকভাবে আমিরদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় আমরা আজ শুধু আমিরদের গুণাগুণ, আমিরদের ব্যাপারে সতর্কবাণী, তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য ও করণীয় নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। আলোচনাটিকে আমরা চারটি অধ্যায়ে সাজাব। প্রথম অধ্যায় থাকবে ভালো আমিরদের ফজিলত নিয়ে। দ্বিতীয় অধ্যায় থাকবে আমিরদের ব্যাপারে সতর্কবাণী নিয়ে। তৃতীয় অধ্যায় থাকবে আমিরদের গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে। আর চতুর্থ অধ্যায় থাকবে আমিরদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে।

প্রথম অধ্যায় : আমিরদের ফজিলত

সাধারণত প্রতিটি জিনিসেই ভালো-মন্দ থাকে। মন্দ আছে বলেই তো ভালোর এত দাম। মন্দরা দুনিয়াতেও ঘৃণার পাত্র এবং আখিরাতেও তারা লাঞ্ছনার শিকার হয়ে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। আর ভালোরা দুনিয়াতে যেমন নন্দিত, আখিরাতেও তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত নিয়ামত ও সুখ-শান্তি। ভালো-মন্দের এ ধারাবাহিকতায় আমিরদের মধ্যেও দুটি প্রকার আছে। কিছু আমির আছে, যারা চারিত্রিক, মানসিক ও প্রায়োগিক সব দিক থেকেই ভালো। সবার সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করে এবং সবাইকে তার যথাযথ হক বুঝিয়ে দেয়, কোমলতার সাথে কথা বলে। এর বিপরীতে কিছু আমির আছে, যারা মানসিক, চারিত্রিক ও প্রায়োগিক সব দিক থেকেই নিকৃষ্ট। যারা নিজ অধীনস্তদের প্রতি জুলুম করে, তাদের প্রাপ্য অধিকার আদায় করে না, সবার সাথে রূঢ় ব্যবহার করে। এরা দুনিয়াতেও নিকৃষ্ট, আখিরাতেও নিকৃষ্ট। আমরা এ অধ্যায়ে ভালো আমিরদের ফজিলত ও প্রতিদান নিয়ে কিছু আলোকপাত করব ইনশাআল্লাহ।

এক. আরশের ছায়াতলে স্থান পাওয়া

এটা ভালো ও ইনসাফকারী আমিরদের একটি পুরস্কার ও ফজিলত। কিয়ামতের দিন প্রখর তাপে যখন মানুষ ঘামে হাবুডুবু খাবে, তখন মানুষের মধ্য হতে বিশেষ যে সাতটি শ্রেণি আল্লাহর বিশেষ ছায়ায় আশ্রয় পাবেন, তাদের অন্যতম একটি শ্রেণি হলো ন্যাপরায়ণ শাসক বা আমির।

সহিহ বুখারিতে আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন :

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الإِمَامُ العَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي المَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، أَخْفَى حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

'সাত শ্রেণির লোক রয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ তাঁর (রহমতের) ছায়ায় আশ্রয় দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত কোনো ছায়া থাকবে না। প্রথম হলো, ন্যায়পরায়ণ শাসক। দ্বিতীয়, সে যুবক, যার জীবন গড়ে উঠেছে তার প্রতিপালকের ইবাদতের মধ্যে। তৃতীয়, সে ব্যক্তি, যার অন্তর সবসময় মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। চতুর্থত, সে দুব্যক্তি, যারা পরস্পরকে ভালবাসে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে; তারা একত্র হয় আল্লাহর জন্য এবং পৃথকও হয় আল্লাহর জন্য। পঞ্চম, সে ব্যক্তি, যাকে কোনো উচ্চ বংশীয় রূপসী নারী (পাপকাজে) আহবান জানায়, কিন্তু সে এ বলে প্রত্যাখ্যান করে যে, আমি আল্লাহক ভয় করি। ষষ্ঠ, সে ব্যক্তি, যে এমন গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত যা খরচ করে বাম হাত তা জানে না। সপ্তম, সে ব্যক্তি, যে নির্জনে আল্লাহর জিকির করে, ফলে তার দুচোখ দিয়ে অশ্রুধারা বইতে থাকে।' (সহিহুল বুখারি : ১/১৩৩, হা. নং ৬৬০, প্রকাশনী : দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

বুঝা গেল, ন্যায়পরায়ণ আমির হওয়া অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ একটি বিষয়। কিয়ামতের দিন কঠিন বিপদের সময় আল্লাহ তাকে রহমতের ছায়ায় রেখে কষ্ট থেকে দূরে রাখবেন। তাই আমিরদের উচিত, এ হাদিসের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্ট করা।

দুই. নুরের মিম্বরে বসার সুযোগ পাওয়া

ভালোভাবে ইনসাফের সাথে দায়িত্ব পালনকারীদের কিয়ামতের দিন সম্মানিত করে আল্লাহর নিকটে নুরের মিম্বরে বসানো হবে। এটাও আমিরদের জন্য অত্যন্ত সম্মানজনক ও ফজিলতপূর্ণ একটি বিষয়। কেননা, নুরের মিম্বরে তো আর কেউ বসতে পারবে না; বরং শুধু যারা আল্লাহর বিশেষ প্রিয় ও নিকটবর্তী বান্দা, তারাই এ সুযোগ পাবে।

আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন :

إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا

‘নিশ্চয়ই ন্যায়পরায়ণগণ আল্লাহর দরবারে তাঁর ডানহাতের দিকে অবস্থিত নুরের মিম্বরে বসবেন। বস্তুত তাঁর দু হাতই ডান। এরা হলো তারা, যারা বিচার-ফয়সালার ক্ষেত্রে, পরিবারের ক্ষেত্রে ও অর্পিত দায়দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে।’ (সহিহু মুসলিম : ৩/১৪৫৮, হা. নং ১৮২৭, , প্রকাশনী : দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

এটা আমিরদেরকে ভালো ও উত্তম হতে উদ্বুদ্ধ করবে। তাদেরকে ন্যায়বিচারক ও ইনসাফগার আমির হতে প্রেরণা যোগাবে। আল্লাহর নিকট একজন ভালো আমিরের কত দাম এ হাদিস থেকে কিছুটা অনুমান করা যায়। তাই আমিরদের এ হাদিসের প্রতি নজর দিয়ে তাদের আরও আরও ভালো ও উত্তম আমির হওয়ার প্রচেষ্টা করা দরকার।

তিন. মুমিনদের ভালোবাসা অর্জন

যারা ভালো আমির, তারা মুমিনদের ভালোবাসা অর্জন করতে পারে। মুমিনরাও তাদের ভালোবাসে, আবার আমিররাও তাদের ভালোবাসে। উভয় শ্রেণির মধ্যে ভালোবাসা ও হৃদ্যতার একটি সম্পর্ক তৈরি হয়। উভয়ে উভয়ের জন্য নেক দুআ করে এবং পরস্পরের কল্যাণ কামনা করে। এ ভালোবাসা, নেক দুআ ও কল্যাণ কামনা তাদের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ, যাদের সঠিক বুঝ, মানবতা ও স্বচ্ছ একটি হৃদয় আছে। নচেৎ কলুষিত হৃদয়ের অধিকারী অসৎ আমিররা এসব পায়ও না, এসবের মর্যাদাও বুঝে না।

আওফ বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন :

خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ

‘তোমাদের সর্বোত্তম আমির তো তারাই, যাদের তোমরা ভালোবাসো এবং তারাও তোমাদের ভালোবাসে, তারা তোমাদের জন্য দুআ করে তোমরাও তাদের জন্য দুআ করো। আর তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্ট আমি হলো তারা, যাদেরকে তোমরা ঘৃণা করো এবং তারাও তোমাদের ঘৃণা করে, তোমরাও তাদের প্রতি লানত করো তারাও তোমাদের প্রতি লানত করে।’ (সহিহু মুসলিম : ৩/১৪৮১, হা. নং ১৮৫৫, , প্রকাশনী : দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

এ হাদিসে উত্তম ও নিকৃষ্ট আমিরের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। বুঝা গেল, ভালো আমিরদের সাথে মামুরদের সুসম্পর্ক থাকে। আর খারাপ আমিরদের সাথে মামুরদের দূরত্ব থাকে। উল্লেখ্য যে, এখানে মামুর বলতে যারা নিজেদের জীবনে সৎ এবং ইসলামি শরিয়া মেনে চলে। অন্যথায় তার মামুরদের মধ্যে যদি অধিকাংশই বদদ্বীন হয়, যারা দ্বীনের ওপর চলতে পছন্দ করে না, কিন্তু আমির তাদেরকে শরিয়ত ও দ্বীনের ওপর চলতে উৎসাহিত করেন এবং ক্ষেত্রবিশেষে বাধ্য করেন, এমন আমিরের ঘৃণাকারী ও বিরোধীদের সংখ্যা বেশি হলেও কোনো লাভ নেই। কেননা, হাদিসে যে আমির-মামুরের মাঝে ভালোবাসা ও ঘৃণার কথা বলা হয়েছে, তা ছিল আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা ও ঘৃণা। কিন্তু যেখানে মামুরদের অধিকাংশ সদস্যই বদদ্বীন, সেখানে দ্বীনের বাধ্যবাধকতার কারণে আমিরকে ঘৃণা করা আল্লাহর জন্য হয় না; বরং উল্টো তা শয়তানের জন্য হয়। অতএব, এমন বদদ্বীন লোকদের ঘৃণার কারণে এ আমিরকে নিকৃষ্ট বলা যাবে না। মূল বিষয় দেখতে হবে, মামুরদের এ ঘৃণা ও ভালোবাসা কীসের ভিত্তিতে হচ্ছে। যদি আল্লাহর জন্য হয়, তাহলে মামুরদের সে ভালোবাসা আমিরের উত্তম হওয়ার নিদর্শন আর তাদের ঘৃণা থাকা তার নিকৃষ্ট হওয়ার নিদর্শন। এ ছাড়া অন্য কোনো ভালোবাসা বা ঘৃণা আমিরের ভালো-মন্দ বুঝার মাপকাঠি নয়।

চার. জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্তি

ভালো ও উত্তম আমিরদের জন্য জান্নাতের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে। জান্নাত কে-ইবা না চায়! সবাই-ই চায়। কিন্তু সবাই পাবে না। আমিরদের জন্য এ এক সুবর্ণ সুযোগ যে, সততা ও ইনসাফের সাথে দায়িত্ব পালন করে জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করা। এ সুযোগ যে পেয়েও হারিয়ে ফেলবে, সে বড়ই হতভাগা।

ইয়াজ বিন হিমার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ

‘জান্নাতবাসী তিন শ্রেণির লোক হবে। এক. ন্যায়পরায়ণ, সদকাকারী ও (কল্যাণের কাজে) তাওফিকপ্রাপ্ত শাসক। দুই. সকল আত্মীয় ও মুসলিমের জন্য দয়াশীল ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী। তিন. অধিক সন্তান-সন্ততি থাকা সত্ত্বেও (হারাম উপার্জন থেকে দূরে অবস্থানকারী) সৎ ও পবিত্র ব্যক্তি।’ (সহিহু মুসলিম : ৪/২১৯৭, হা. নং ২৮৬৫, প্রকাশনী : দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

এ হাদিসে ন্যায়পরায়ণ আমির বা শাসকের জন্য যে বড় সুসংবাদ দেওয়া হলো, সেটা আমিরদের ফজিলতের ক্ষেত্রে বিশাল এক প্রাপ্তি। আমিরদের উচিত হবে, এ হাদিস সামনে রেখে নিজ দায়িত্ব নিষ্ঠা ও সততার সাথে পালন করে জান্নাতে যাওয়া পথ সুগম করা। আল্লাহ তাওফিক দান করুন।

দ্বিতীয় অধ্যায় : আমিরদের ব্যাপারে সতর্কবাণী

আমিরদের জন্য যেমন ফজিলত রয়েছে, ঠিক বিপরীত দিক থেকে তাদের জন্য রয়েছে ভীতি প্রদর্শন ও সতর্কবাণীও। ইমারাত বা নেতৃত্ব যেমন ভারপূর্ণ তেমনই তা স্পর্শকাতর ও ঝুঁকিপূর্ণ। সবচেয়ে ছোট ঝুঁকিটা হলো নেতৃত্বলাভের পর তা থেকে অপসারিত হওয়া। সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হলো ক্ষমতার অপব্যবহার। আর মাঝারি পর্যায়ের ঝুঁকি হলো সময় অপচয়, যখন তার নিয়ত শুদ্ধ হয় না। নেতৃত্বের চেয়ারে যারা বসতে চায়, এ কথাগুলো তাদের জেনে রাখা দরকার। এটি না পাওয়া পর্যন্ত বিশাল কিছু মনে হয়। কিন্তু একবার পেয়ে গেলে নিজের কাছেও তুচ্ছ জ্ঞান হয়। তখন দৃষ্টি আরও প্রসারিত হয়, আরও উপরে চলে যায়। ক্ষমতার তৃপ্তি হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেও তা অর্জনে যে গুনাহ হয়েছে তা কিন্তু ঠিকই বাকি থেকে যায়। নিজের জীবনের ও ধর্মপালনের ঝুঁকি তো আছেই। এসব বিষয় চিন্তা করলে তবেই এ রোগ থেকে আরোগ্য লাভের আশা করা যায়।

অনেকে আছে, যাদের যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা ভালো থাকায় অন্তরে তারা নেতৃত্বের আশা করে থাকে; অথচ তাদের জানা নেই যে, এ পথের যাত্রা কতটা কঠিন ও ভয়াবহ! যদি এটা ভালোভাবে উপলব্ধি করত তাহলে জোর করে দিলেও কেউ নেতৃত্ব নিতে চাইত না। তবে ইসলামে যেহেতু নেতৃত্বেরও দরকার রয়েছে, আবার এদিকে নেতৃত্বের ব্যাপারে বেশ কড়া সতর্কবাণীও এসেছে, বিধায় এক্ষেত্রে করণীয় হলো, নিজে থেকে নেতৃত্ব চেয়ে না নেওয়া বা নেতৃত্বের লোভ না করা। এমনটা করলে তাকে বিপদে পড়তে হবে। অবশ্য মশওয়ারা বা দায়িত্বশীলদের নির্দেশে নেতৃত্ব নিতে হলে যোগ্যতা থাকলে তা প্রত্যাখ্যান করাও ঠিক নয়। কেননা, সে প্রত্যাখ্যান করলে তার চেয়ে দুর্বল কেউ এ দায়িত্ব নেবে এবং এতে কাজের গতি ও মান ক্ষুণ্ন হবে। আর হাদিসে যেসব সতর্কবাণী এসেছে, সেগুলোতে নিপতিত হওয়া থেকে আল্লাহ তাকে রক্ষা করবেন; যেমনটি অন্য হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। তাই নিজ থেকে নেতৃত্বের লোভ করা যাবে না। একান্ত দায়িত্ব চলেই আসলে নিষ্ঠার সাথে তা পালন করবে, তাহলে আল্লাহর সাহায্য শামিলে হাল হবে।

এ পর্যায়ে আমরা কিছু হাদিস উল্লেখ করব, যেখানে আমির ও দায়িত্বশীলদের কঠিনভাবে সতর্ক করা হয়েছে। এগুলো জানা থাকলে ইমারাতের লোভ ও কামনা অন্তর থেকে দূর হয়ে যাবে আর কাউকে উপর থেকে দায়িত্ব দেওয়া হলে সে সঠিকভাবে কাজ করে নিজ দায়িত্ব সম্পন্ন করার হিম্মত খুঁজে পাবে।

আবু উমামা রা. এর সূত্রে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন :

مَا مِنْ رَجُلٍ يَلِي أَمْرَ عَشَرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَّا أَتَى اللهَ مَغْلُولًا، يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ فَكَّهُ بِرُّهُ أَوْ أَوْبَقَهُ إِثْمُهُ أَوَّلُهَا مَلَامَةٌ، وَأَوْسَطُهَا نَدَامَةٌ وَآخِرُهَا خِزْيٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

‘যে ব্যক্তি দশ জন কিংবা ততোধিক মানুষের নেতা হবে, সে কিয়ামতের দিন হাত গলার সাথে বাঁধাবস্থায় আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে। তার ন্যায়পরায়তা তাকে বাঁচাবে। তার অন্যায়-অবিচার তাকে ধ্বংস করবে। নেতৃত্বের প্রথম ধাপ হলো তিরস্কার। মধ্যম ধাপ হলো অনুশোচনা। আর শেষ ধাপ হলো বিচার দিবসের লাঞ্ছনা।’ (মুসনাদু আহমাদ : ৩৬/৬৩৫, হা. নং ২২৩০০, প্রকাশনী : মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন :

وَيْلٌ لِلْأُمَرَاءِ، وَيْلٌ لِلْعُرَفَاءِ، وَيْلٌ لِلْأُمَنَاءِ، لَيَتَمَنَّيَنَّ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ ذَوَائِبَهُمْ كَانَتْ مُعَلَّقَةً بِالثُّرَيَّا، يَتَذَبْذَبُونَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَلَمْ يَكُونُوا عَمِلُوا عَلَى شَيْءٍ

'ধ্বংস শাসকদের জন্য! ধ্বংস দায়িত্বশীলদের জন্য!! ধ্বংস হিসাররক্ষকদের জন্য!!! কিয়ামতের দিন কিছু মানুষ এ বলে অনুশোচনা করবে যে, হায়! তাদেরকে কোনো দায়িত্ব দেওয়ার পরিবর্তে যদি তাদের কপালের চুলগুলো সুরাইয়া তারকার সাথে ঝুলানো থাকত এবং তারা আসমান-জমিনের মাঝখানে চিৎকার করতে থাকত! (তবুও কত ভালো হতো।) (মুসনাদু আহমাদ : ১৪/২৭৫, হা. নং ৮৬২৭, প্রকাশনী : মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

আবু জার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي، ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةُ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا

'আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে গভর্নর বানাবেন না? তখন তিনি আমার কাঁধ চাপড়ে বললেন, হে আবু জার, তুমি দুর্বল, আর এটা একটি আমানত। কিয়ামতের দিন এটা লাঞ্ছনা ও অনুশোচনার কারণ হবে। তবে যে ব্যক্তি যথাযথভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে এবং তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব বাস্তবায়ন করেছে, তার কথা ভিন্ন।' (সহিহু মুসলিম : ৩/১৪৫৭, হা. নং ১৮২৫, প্রকাশনী : দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

অন্য বর্ণনায় কথাটি এভাবে বলা হয়েছে :

يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ

'আবু জার, আমি দেখছি, তুমি দুর্বল প্রকৃতির লোক (যদ্দরুন যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারবে না)। আমি তোমার জন্য তা-ই পছন্দ করি, যা আমার নিজের জন্য পছন্দ করি। দুজনের মাঝে তুমি নেতা হয়ো না। কোনো এতিমের সম্পদের দায়িত্ব নিয়ো না।' (সহিহু মুসলিম : ৩/১৪৫৭, হা. নং ১৮২৬, প্রকাশনী : দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

আব্দুর রহমান বিন সামুরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে আল্লাহর রাসুল সা. বললেন :

يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ أُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا

'হে আব্দুর রহমান, নেতৃত্বের প্রার্থনা করো না। কেননা, যদি তোমার চাওয়ার কারণে নেতৃত্ব দেওয়া হয়, তাহলে তা তোমার দায়িত্বেই ছেড়ে দেওয়া হবে। আর যদি চাওয়া ছাড়া তোমাকে এটা দেওয়া হয়, তাহলে এতে তোমাকে সাহায্য করা হবে।' (সহিহু মুসলিম : ৩/১৪৫৬, হা. নং ১৬৫২, প্রকাশনী : দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি :

مَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ وُكِلَ إِلَيْهِ، وَمَنْ لَمْ يَطْلُبْهُ وَلَمْ يَسْتَعِنْ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ

'যে কাজির দায়িত্ব পেতে চায় এবং এর জন্য মানুষের সাহায্য কামনা করে, এই দায়িত্বের ভার একাকী তার ওপরই ছেড়ে দেওয়া হয়। আর যে নিজের পক্ষ থেকে তা কামনা করে না এবং তা পেতে মানুষের সাহায্যও কামনা করে না; আল্লাহ তাআলা তার নিকট একজন ফেরেশতা পাঠান, যে তাকে সংশোধন করতে থাকে।' (সুনানু আবি দাউদ : ৩/৩০০, হা. নং ৩৫৭৮, প্রকাশনী : আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত)

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেন :

مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ

‘যে বিচারের দায়িত্বপ্রাপ্ত হলো তাকে যেন ছুড়ি ছাড়া জবেহ করে দেওয়া হলো।’ (সুনানু আবি দাউদ : ৩/২৯৮, হা. নং ৩৫৭১, প্রকাশনী : আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত)

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেন :

مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ، أَوْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ

‘যে কাজির পদে অধিষ্ঠিত হলো কিংবা তাকে কাজি হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হলো, তাকে যেন ছুরি ছাড়াই জবাই করা হলো।’ (সুনানুত তিরমিজি : ৩/৭, হা. নং ১৩২৫, প্রকাশনী : দারুল গারবিল ইসলামি, বৈরুত)

বুরাইদা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ : وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ

‘কাজি তিন প্রকারের। তন্মধ্যে দুশ্রেণি জাহান্নামি ও এক শ্রেণি জান্নাতি। প্রথমত, যে ব্যক্তি হকের ব্যাপারে ভালোভাবে জানে, অতঃপর সে অনুসারে ফয়সালা করে, সে জান্নাতি। দ্বিতীয়ত, যে ব্যক্তি মূর্খতা সত্ত্বেও মানুষের মাঝে ফয়সালা করে, সে জাহান্নামি। তৃতীয়ত, যে হক সম্পর্কে ভালোভাবে জেনেও জুলম করে মিথ্যা ফয়সালা করে, সে জাহান্নামি।’ (সুনানু আবি দাউদ : ৩/২৯৯, হা. নং ৩৫৭৩, প্রকাশনী : আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত)

আবু মুসা আশআরি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেন :

لَنْ نَسْتَعْمِلَ، أَوْ لَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ

‘আমরা কখনো আমাদের কোনো কাজের দায়িত্বে এমন কাউকে নিয়োগ দেবো না, যে উক্ত দায়িত্ব কামনা করে।’ (সুনানু আবি দাউদ : ৩/৩০০, হা. নং ৩৫৭৯, প্রকাশনী : আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত)

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন :

إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ، وَإِنَّهَا سَتَكُونُ نَدَامَةً وَحَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ، وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ

‘শীঘ্রই তোমরা নেতৃত্ব পাওয়ার কামনা করবে। অথচ কিয়ামতের দিন তা অনুশোচনা ও আফসোসের কারণ হবে। এ নেতৃত্ব কতই না উত্তম স্তন্যদায়িনী! সেই সাথে এটা কতই না নির্মম দুধ বন্ধকারিণী!’ (সুনানুন নাসায়ি : ৮/২২৫, হা. নং ৫৩৮৫, প্রকাশনী : মাকতাবুল মাতবুআতিল ইসলামিয়্যা, হালব)

এ ধরনের আরও অনেক হাদিস রয়েছে, যা দেখলে শরীর কেঁপে ওঠে, নেতৃত্বের লোভ ও আকাঙ্ক্ষা চিরতরে বিদায় গ্রহণ করে। আর এমনটাই হওয়া উচিত। মূলত এটা সুখকর কোনো বিষয় নয় যে, গ্রহণ করলাম আর সুখের রাজ্যে ভেসে বেড়ালাম। বরং এতে দায়িত্ব পালন, আমানতদারিতা, সবার হকের ব্যাপারে খেয়াল রাখা, কারও পক্ষপাতিত্ব না করা, ইনসাফ কায়েম করা, ঘুষ না খাওয়াসহ বিভিন্ন বিষয়ে খুব বেশি সতর্ক থাকতে হয়। প্রবৃত্তির কাছে পরাজিত হয়ে সামান্য উল্টাপাল্টা হয়ে গেলেই জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তাই উপর থেকে দায়িত্ব না আসলে আমাদের কারোরই এ বিষয়ে অন্তরে আগ্রহ ও ইচ্ছা না থাকা চাই; যেন এটা কিয়ামতের দিন আমাদের ধ্বংসের কারণ না হয়ে দাঁড়ায়।

তৃতীয় অধ্যায় : আমিরদের গুণাগুণ

ইমারাত বা আমির হওয়া যেহেতু অতিগুরুত্বপূর্ণ একটি পদ, তাই এর জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গও হবেন অন্য দশজন থেকে আলাদা ও অনন্য। বিভিন্ন বিষয়ে তাদের এমন স্বতন্ত্রতা থাকতে হবে, যা তাদেরকে বিভিন্ন কাজে ভিন্নমাত্রা যোগ করে, এগিয়ে যেতে সাহায্য করে; সর্বোপরি সাফল্যের জন্য উদ্যোমতা ধরে রাখে। ইসলাম এমনই কিছু গুণ দেখে আমির বাছাই করতে বলে, যাতে এগুলোর অনুপস্থিতিতে শৃঙ্খলায় কোনোরূপ ব্যাঘাত না ঘটে। আমরা আমিরদের জন্য প্রযোজ্য পাঁচটি গুণ এখানে উল্লেখ করছি।

এক. ইমান থাকা

ইমান ছাড়া কারও আনুগত্য করা আবশ্যক নয়। কেননা, ইমরাত বা আমির হওয়া একটি মর্যাদার বস্তু। আর ইমানই হলো সকল মর্যাদার ভিত্তি। অতএব, যার ইমান নেই তার কোনো মর্যাদাও নেই এবং তার কোনো আমিরত্বও নেই। কুরআনে আল্লাগ তাআলা মুমিন আমিরকে মেনে চলার আদেশ দিয়েছেন, কাফির বা ইমানহীন আমিরকে নয়।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

'হে ইমানদারগণ, আল্লাহর নির্দেশ মান্য করো, রাসুলের নির্দেশ মান্য করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বশীল, তাদেরও মান্য করো। (সুরা আন-নিসা : ৫৯)

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা مِنْكُمْ (তোমাদের মধ্য হতে) শব্দ ব্যবহার করেছেন। এখানে من শব্দটি হলো তাবয়িজ বা আংশিকের অর্থ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। সম্বোধন যেহেতু মুমিনদের করা হয়েছে, তাই মুমিনদের একজন হতে হলে তাকেও মুমিন হতে হবে। অর্থাৎ মুমিনদের নেতা মুমিন হলে তবেই তার আনুগত্য জরুরি, অন্যথায় নয়। এটি উজুবি বা আবশ্যকীয় শর্ত। অতএব, আমিরকে ইমানের যেসব বৈশিষ্ট্য আছে, যথা : সততা, ইখলাস, আমানতদারি, অঙ্গিকার ও ওয়াদা পূরণ, ধৈর্য, দয়া ও নম্রতা, কল্যাণকামিতা, সহযোগিতা, বিপদে সান্ত্বনা দেওয়া ইত্যাদি সব মেনে চলতে হবে। এসব গুণে গুণান্বিত হলে তবেই সে একজন সত্যিকারের আমির হিসেবে বিবেচিত হবে, যাকে মেনে চলাটা আবশ্যক।

দুই. আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য

আমিরের জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি গুণ যে, সে দ্বীনি ও দুনিয়াবি প্রতিটি ক্ষেত্রেই আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশনা মেনে চলবে এবং সে অনুসারেই মামুরদের পরিচালনা করবে। কেননা, দায়িত্বশীল যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশনা তথা শরিয়ত মেনে না চলে তাহলে তার থেকে বহু খিয়ানত ও ক্ষতি হওয়ার সমূহ আশঙ্কা থাকবে, যদ্দরুন সে নিজে ও তার ডিপার্টমেন্ট পুরোটাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

উম্মে হুসাইন রা. বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছি :

وَلَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُو

'যদি তোমাদের ওপর কোনো দাসকেও আমির বানিয়ে দেওয়া হয়, যে তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী পরিচালনা করে তাহলে তোমরা তার কথা শোনো ও মানো।' (সহিহু মুসলিম : ৩/১৪৬৮, হা. নং ১৮৩৮, প্রকাশনী : দারু ইবইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

এ থেকে বুঝা যায়, আমিরের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো, সে শরিয়া অনুসারে তার মামুরদের পরিচালনা করবে। যদি সে এর অন্যথা করে শরিয়া পরিপন্থী কোনো বিষয়ের আদেশ করে তাহলে তা মান্য করা মামুরদের জন্য আবশ্যক নয়; বরং তখন তার অবাধ্যতা দেখানো আবশ্যক হয়ে যায়। কেননা, শরিয়তের বিপরীতে কারও কথা শোনো বা মানার অনুমতি নেই।

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ عَلَيْهِ وَلاَ طَاعَةَ.

স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় মুসলিম মাত্রই আমিরকে মেনে চলতে হবে; যতক্ষণ না কোনো গুনাহের আদেশ করা হয়। যখন কোনো গুনাহের আদেশ করা হবে তখন আর কোনো আনুগত্যের বিষয় নেই। (সুনানুত তিরমিজি : ৩/২৬১, হা. নং ১৭০৭, প্রকাশনী : দারুল গারবিল ইসলামি, বৈরুত)

আলি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন :

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

'আল্লাহর অবাধ্যতায় কোনো মাখলুকের অনুগত হওয়ার অনুমোদন নেই।' (মুসনাদু আহমাদ : ২/৩৩৩, হা. নং ১০৯৫, প্রকাশনী : মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

তিন. সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ

আমিরের জন্য অতিগুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য হলো, ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিটি অঙ্গনে তাকে সাধ্যের মধ্যে সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা। আল্লাহ তাআলা মুমিন শাসকদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনার মধ্যে এ দুটি গুণ বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ

'তারা এমন লোক, যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য দান করলে তারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে, জাকাত দেবে এবং সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে।' (সুরা আল-হাজ : ৪১)

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা শাসক ও আমিরদের জন্য মৌলিক একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন যে, তারা আল্লাহর জমিনে শাসনক্ষমতা পেলে ভালো ও সৎ কাজে আদেশ করবে এবং খারাপ ও অসৎ কাজে বাধা প্রদান করবে। এটা এ জন্যই যে, এটা হলো এ উম্মতের শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন। এ উম্মত এজন্যই শ্রেষ্ঠ হয়েছে যে, তারা আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে জিহাদ ও কিতালের মাধ্যমে জমিন দখল করে তাতে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করবে, সৎ কাজে বাধ্য করবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে।

যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ

'তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত। মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎ কাজে আদেশ করবে, অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ইমান আনবে।' (সুরা আলি ইমরান : ১১০)

এ আয়াতের মধ্যে যে তিনটি গুণের কারণে এ উম্মতকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে, তন্মধ্য হতে সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ এ দুটিকেই আগে আনা হয়েছে। এরপরে আনা হয়েছে ইমানের কথা; অথচ ইমানই হলো আসল আর বাকি দুটো হলো তার ফলাফল। কিন্তু এ দুটির অত্যধিক গুরুত্ব বুঝানোর জন্য ইমানের আগেই এ দুটির কথা বলা হয়েছে। হাদিসেও মুমিনদের বৈশিষ্ট্যে বলা হয়েছে নিজেদের সাধ্যের মধ্যে অসৎকাজে বাধা দিতে হবে।

আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন :

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোনো শরিয়াবিরোধী কাজ দেখে সে যেন তা হাত দিয়ে প্রতিহত করে, তাতে সক্ষম না হলে মুখের দ্বারা করে, তাতেও সক্ষম না হলে অন্তরের দ্বারা করে। আর এটাই হলো সবচেয়ে দুর্বল ইমান। (সহিহু মুসলিম : ১/৬৯, হা. নং ৪৯, প্রকাশনী : দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

এখানে অসৎ কাজে বাধা দেওয়ার বিষয়টি যদিও আমিরদের সাথে খাস নয়, কিন্তু সন্দেহ নেই যে, এসব ক্ষেত্রে সাধারণ লোকদের চাইতে আমিরদের বাধা দেওয়াই অধিক ফলপ্রসূ; বিশেষত যদি হাত দিয়ে বাধা দেওয়ার ব্যাপার আসে। কেননা, হাত দিয়ে বাধা দেওয়ার অধিকার বা সামর্থ্য সবার নেই। যাদের শক্তি, সামর্থ্য ও প্রভাব আছে তারাই কেবল হাত দিয়ে তথা বলপ্রয়োগ করে বাধা দিতে পারে। তাই এ হাদিসের ওপর আমিরদেরই প্রথম আমল করা উচিত।

চার. পূর্ণ আমানতদারিতা

আমিরের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ হলো, তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পূর্ণ আমানতদারিতা রক্ষা করে পালন করা। চাই তা সম্পদ রক্ষার বিষয়ে হোক, কারও গোপনীয় কিছুর বিষয়ে হোক বা দায়িত্ব ও কাজের বিষয়ে হোক। সর্বক্ষেত্রে পুরোপুরি আমানতদারিতা রক্ষা করে তাকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। কেননা, তার আমানতদারিতার ওপরই নির্ভর করছে মামুরদের কল্যাণ ও অকল্যাণের বিষয়। তার অসতর্কতা বা খিয়ানতের কারণে তার মামুরদের জান-মাল-ইজ্জতের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হতে পারে। তাই এ গুণটি থাকা একজন আমিরের জন্য খুবই জরুরি।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌছে দাও।' (সুরা আন-নিসা : ৫৮)

অন্যত্র এক নবিকন্যার বাণী উদ্ধৃত হয়েছে :

إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

'আপনার কর্মচারী হিসেবে সে-ই উত্তম হবে, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত।' (সুরা আল-কাসাস : ২৬)

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন :

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟، قَالُوا: يَوْمٌ حَرَامٌ، قَالَ: فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟، قَالُوا: بَلَدٌ حَرَامٌ، قَالَ: فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟، قَالُوا: شَهْرٌ حَرَامٌ، قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فَأَعَادَهَا مِرَارًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: اللهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، اللهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ

'আল্লাহর রাসুল সা. কুরবানির দিন লোকদের উদ্দেশে একটি খুতবা দিলেন। তিনি বললেন, হে লোক সকল, আজকের এ দিনটি কেমন দিবস? সকলেই বললেন, সম্মানিত দিবস। অতঃপর তিনি বললেন, এ শহরটি কেমন শহর? তাঁরা বললেন, সম্মানিত শহর। অতঃপর তিনি বললেন, এ মাসটি কেমন মাস? তারা বললেন, সম্মানিত মাস। তিনি বললেন, তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের ইজ্জত তোমাদের জন্য তেমনই সম্মানিত, যেমন সম্মানিত তোমাদের এ শহরে, তোমাদের এ মাসে এ দিনটি। এ কথাটি তিনি কয়েকবার বললেন। পরে মাথা উঠিয়ে বললেন, হে আল্লাহ, আমি কি (আপনার পয়গাম) পৌঁছে দিয়েছি? হে আল্লাহ, আমি কি পৌঁছে দিয়েছি?' (সহিহুল বুখারি : ২/১৭৬, হা. নং ১৭৩৯, প্রকাশনী : দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

সুতরাং মামুরদের জান-মাল-ইজ্জতের হিফাজতের ক্ষেত্রে আমানত রক্ষা করা ও অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা একজন আমিরের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্যে ত্রুটি থাকলে কাজে ব্যাঘাত ঘটবে এবং মামুরদের মধ্যেও বিভিন্ন বিচ্যুতি দেখা দেবে। তাই আমিরের জন্য এ গুণটি থাকা একান্ত জরুরি, নচেৎ ইমারাতের উদ্দেশ্যই বিনষ্ট হয়ে যাবে।

পাঁচ. ইনসাফ ও ন্যায়বিচার

আমিরের জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো তার মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা থাকতে হবে। ন্যায়-নীতিহীন মানুষ কোনো ক্ষেত্রেই ভালো নয়, সর্বত্রই সে নিন্দিত। কিন্তু ইমারাতের ক্ষেত্রে এসে এর গুরুত্ব কয়েকগুণ বেড়ে যায়। কেননা, একজন আমিরের হাতে অনেক শক্তি ও প্রভাব থাকে। সাধারণ কেউ জুলুম করলে সেক্ষেত্রে অন্য কেউ তা প্রতিহত করতে পারে, কিন্তু আমির নিজেই জুলুম শুরু করলে পুরো নিজাম বা সিস্টেমই ভেঙে পড়ে। এজন্য কুরআন ও হাদিসে আমিরদের ন্যায়-ইনসাফ করার ব্যাপারে খুব তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

'আর যখন তোমরা মানুষের কোনো বিচার-মীমাংসা করতে আরম্ভ করো, তখন মীমাংসা করো ন্যায়ভিত্তিক।' (সুরা আন-নিসা : ৫৮)

কিয়ামতের দিন যে বিশেষ সাত শ্রেণির মানুষ আরশের ছায়াতলে আশ্রয় পাবে, তাদের প্রথমেই রয়েছে ইনসাফকারী শাসক। যেমন সহিহ বুখারিতে আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন :

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الإِمَامُ العَادِلُ

'সাত শ্রেণির লোক রয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ তার ছায়ায় আশ্রয় দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত কোনো ছায়া থাকবে না। প্রথম হলো, ইনসাফকারী শাসক।' (সহিহুল বুখারি : ১/১৩৩, হা. নং ৬৬০, প্রকাশনী : দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

ইনসাফের ক্ষেত্রে আমির বা শাসককে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, বিভিন্ন শরয়ি দণ্ড ও শাস্তির ক্ষেত্রে কারও মাঝে কোনো প্রকারের কমবেশ না হয়। আত্মীয়তা বা অন্য কোনো সম্পর্কের ভিত্তিতে কার সাথে নমনীয় হওয়া আর অপরিচিতি বা শত্রুতার কারণে তার ব্যাপারে কঠোর হওয়া একজন আমিরের শানের সাথে কিছুতেই যায় না। তাকে অবশ্যই এমন পক্ষপাতিত্বমূলক মানসিকতা থেকে মুক্ত হতে হবে; নয়তো সে ভালো ও আদর্শ আমির হিসেবে বিবেচিত হবে না। মামুরদের মধ্যে আত্মীয়-অনাত্মীয় বা ধনী-গরিবের এমন শ্রেণিভাগের ব্যাপারে হাদিসে কড়া ধমকি এসেছে।

أَنَّ أُسَامَةَ كَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ، فَقَالَ: «إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الحَدَّ عَلَى الوَضِيعِ وَيَتْرُكُونَ الشَّرِيفَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»

'উসামা রা. এক মহিলার ব্যাপারে নবি সা.-এর কাছে সুপারিশ করলেন। তখন তিনি বললেন, তোমাদের আগেকার সম্প্রদায়সমূহ ধ্বংস হয়ে গেছে। কারণ, তারা নিম্নশ্রেণির লোকদের ওপর শরিআতের শাস্তি প্রয়োগ করত। আর সম্ভ্রান্ত লোকদের অব্যাহতি দিত। ওই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, ফাতিমাও যদি এমন কাজ করত, তাহলে অবশ্যই আমি তার হাত কেটে দিতাম।' (সহিহুল বুখারি : ৮/১৬০, হা. নং ৬৭৮৭, প্রকাশনী : দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

অতএব, আমিরের জন্য মামুরদের সবাইকে এক নজরে ও ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখতে হবে। কার মাঝে তারতম্য করে হকের ক্ষেত্রে কমবেশ করা যাবে না। আত্মীয়তা বা অন্য কোনো সম্পর্কের ভিত্তিতে অন্যায়ের ক্ষেত্রে কারও প্রতি সদয় আচরণ করা যাবে না। মোটকথা, ইনসাফ আমিরের জন্য অতিগুরুত্বপূর্ণ মৌলিক একটি বৈশিষ্ট্য, যা থেকে কোনো আমির মুক্ত থাকতে পারে না।

চতুর্থ অধ্যায় : আমিরদের দায়িত্ব

সাধারণত সমাজে এ ধারণা প্রচলিত আছে যে, যতসব দায়িত্ব ও কর্তব্য মামুরদের, আমিরদের আদেশ করা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। কিন্তু ইসলাম এর বিপরীত বলে। ইসলামে বরং মামুরদের তুলনায় আমিরদের কষ্ট ও দায়িত্ব অনেকগুণে বেশি। ইসলাম যেমন মামুরদেরকে সর্বাবস্থায় শরিয়তের সীমার মধ্যে থেকে আমিরের আদেশ মেনে চলতে আদেশ দেয়, ঠিক তেমনই ইসলাম আমিরদেরকে দায়িত্বপালনে নিষ্ঠা, আমানতদারিতা, কোমলতা, কঠোরতা, ইনসাফ ইত্যাদির আদেশ দেয়। স্বেচ্ছায় দায়িত্বে অবহেলা করলে বা কোনো ভুল-ত্রুটি করলে এর জন্য আখিরাতে কঠোর শাস্তির কথাও বলে। ক্ষেত্রবিশেষে তাকে দুনিয়াতেও শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়। মোটকথা, জাগতিক নেতাদের মতো ইসলামে আমিরদের এমন স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি যে, যা খুশি, যেমন খুশি মামুরদের সাথে আচরণ করে যাবে। এ অধ্যায়ে আমরা মামুরদের ক্ষেত্রে আমিরদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও করণীয় নিয়ে আলোকপাত করব ইনশাআল্লাহ।

এক. মামুরদের প্রতি দয়াপরবশ হওয়া

আমির হলেই তার এ অধিকার নেই যে, মামুরদের সাথে যেমন ইচ্ছা তেমন ব্যবহার করবে এবং তাদের সাথে সর্বদা কঠোর আচরণ করবে। বরং স্বাভাবিক অবস্থায় আমিরকে হতে হবে নরম দিলের সাদাসিধা একজন মানুষ। কঠোরতা পরিহার করে সে মামুরদের বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত করবে এবং তাদের থেকে নানা কাজ আদায় করে নেবে।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

'আর আপনি আপনার অনুসারী মুমিনদের প্রতি সদয় হোন।' (সুরা আশ-শুআরা : ২১৫)

এ আয়াতে আল্লাহর রাসুল সা.-কে তাঁর অনুসারী মুমিনদের প্রতি সদয় হওয়ার আদেশ করা হয়েছে; অথচ আল্লাহর রাসুল সা. সদয় হোন বা কঠোর হোন সর্বাবস্থায় তাঁকে অনুসরণ করা ইমানের জন্য শর্ত ছিল। এমন মহান রাসুলের ক্ষেত্রে যদি সদয় হওয়ার আদেশ দেওয়া হয়, তাহলে অন্যসব সাধারণ আমিরদের জন্য তো সদয় হওয়ার বিষয়টি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

এছাড়াও আল্লাহ তাআলা অন্যত্র তাঁর রাসুল সা.-কে কঠোর না হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করে বলেন :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

'আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি কঠোর ও কঠিন হৃদয়ের হতেন তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত।' (সুরা আলি ইমরান : ১৫৯)

তবে কোমলতা অর্থ এ নয় যে, সব ক্ষেত্রেই তাকে কোমলতা দেখাতে হবে; বরং দ্বীনি কোনো স্বার্থ সামনে চলে আসলে তাকেই সবচেয়ে কঠোর ও অগ্নিমূর্তি ধারণ করতে হবে। আবু বকর রা.-এর বিষয়টি দেখলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি স্বাভাবিকত নরম স্বভাবের বলে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু দায়িত্ব পাওয়ার পর যখন রিদ্দাহর ফিতনা দেখা দিল, তখন অন্য সবাই একটু নমনীয়ভাব দেখালেও আবু বকর রা.-এর বজ্রকণ্ঠ ভেসে আসল। দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা দিলেন, 'আবু বকর বেঁচে থাকতে দ্বীনের কোনো ক্ষতি হবে?' এটাই হলো একজন আমিরের দায়িত্ব যে, স্বাভাবিক অবস্থায় নরম ও কোমল থাকলেও দ্বীনের ক্ষেত্রে এসে কোনো ছাড় নেই। দ্বীনি স্বার্থের সামনে আপন-পর সবাই কুরবান করে দিতে হবে।

দুই. মামুরদের সাথে ধোঁকাবাজি না করা

আমিরকে অবশ্যই তার মামুরদের ব্যাপারে নিষ্ঠাবান হতে হবে। তাদের সাথে কোনোরূপ ধোঁকাবাজি বা ক্ষতিসাধন বা দায়িত্বে অবহেলা সবই হারাম। এ ব্যাপারে তার জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে। পার্থিব জীবনে ধরা পড়লে তো তাকে আমিরের পদ থেকে অব্যহতি দিয়ে দেওয়া হবে। আর তাওবা না করে মৃত্যুবরণ করে থাকলে আখিরাতে তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেওয়া হবে।

মাকিল রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন :

مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

'কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তি মুসলিম জনসাধারণের দায়িত্ব লাভ করল এবং তার মৃত্যু হলো এ অবস্থায় যে, সে ছিল খিয়ানাতকারী, তাহলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন।' (সহিহুল বুখারি : ৯/৬৪, হা. নং ৭১৫১, প্রকাশনী : দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

তাই আমিরকে খেয়াল রাখতে হবে যে, মামুরদের জান-মাল-ইজ্জত এবং তাদের অধিকার প্রাপ্তির ব্যাপারে যেন কোনো প্রতারণার আশয় না নেওয়া হয়। যার যার হক তাকে যেন যথাযথভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। খিয়ানত করলে এর পরিণাম কী, তা মাথায় রাখলে এ থেকে নিবৃত্ত থাকা তার জন্য সহজ হবে। বিশেষত এখানে যেহেতু বান্দার হক জড়িত, তাই এখানে এ অজুহাত চলবে না যে, পরে তাওবা করে নেব। যদিও হুকুকুল্লাহর ক্ষেত্রেও এমন মানসিকতা নিন্দনীয়, তবে হুকুকুল ইবাদের ক্ষেত্রে এটা আরও বেশি খারাপ চিন্তা। এমন শয়তানি চিন্তা-চেতনা থেকে পুরোপুরি মুক্ত থাকতে হবে।

তিন. মামুরদের জন্য কাজ সহজ করা

মামুররাও যেহেতু আমিরদের মতোই মানুষ, তাই তাদের ওপর এমন কাজ চাপিয়ে দেওয়া যাবে না, যা তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে আমিরের দায়িত্ব হলো, মামুরের শক্তি, সামর্থ্য ও অবস্থা বুঝে কাজের ভার অর্পণ করা; অন্যথায় কাজ তো হবে না, উল্টো মানসিকভাবে তারা ভেঙে পড়বে এবং পুরো ডিপার্টমেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হাদিসেও আল্লাহর রাসুল সা. এর ব্যাপারে তার উম্মতকে সতর্ক করেছেন।

আয়িশা রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. আমিরদের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে এভাবে দুআ করেছেন :

اللهُمَّ، مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ، فَارْفُقْ بِهِ

'হে আল্লাহ, আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি কোনো ব্যাপারে দায়িত্বশীল হবে, অতঃপর তার মামুরদের ওপর কঠোরনীতি প্রয়োগ করবে, আপনিও তার ওপর কঠোরতা আরোপ করুন। আর আমার উম্মতের যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ের দায়িত্বশীল হয়ে কোমলতা দেখাবে, আপনিও তার প্রতি কোমল হোন।' (সহিহু মুসলিম : ৩/১৪৫৮, হা. নং ১৮২৮, প্রকাশনী : দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

আয়িজ বিন আমর রা. বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছি :

إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ

'নিশ্চয় নিকৃষ্টতম শাসক হলো প্রজাদের ওপর নিপীড়নকারী। অতএব, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে বেঁচে থাকে। (সহিহু মুসলিম : ৩/১৪৬১, হা. নং ১৮৩০, , প্রকাশনী : দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

প্রথম হাদিসে আল্লাহর রাসুল সা. ওইসব আমিরদের জন্য বদদুআ করেছেন, যারা তার মামুরদের ক্ষেত্রে কোনো বাছ-বিচার না করে কঠোরতার সাথে কাজ করতে বাধ্য করে। তাদের প্রতি সে কোমলতা দেখায় না। এমন আমির না মানুষের কাছে প্রশংসার পাত্র, আর না আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রিয় পাত্র। আর দ্বিতীয় হাদিসে প্রজাদের ওপর কঠোরতা আরোপকারী ও রূঢ় আচরণকারীকে নিকৃষ্টতম শাসক বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং এমন শাসক হওয়া থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে। অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে, অধিকাংশ দ্বীনি ক্ষেত্রগুলোতে কোমলতার সাথে যে কাজ আদায় হয়েছে, কঠোরতার সাথে তার সিকিভাগও আদায় হয়নি। কারণ, এখানে যারা মামুর সবাই শরিয়ত মানার কারণেই আমিরকে মেনে চলে। এমতাবস্থায় আমির যদি তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে তাদের সাধ্যের মধ্যে আদেশ করে তাহলে তারা সেটা স্বতস্ফূর্তভাবে মেনে নেয় এবং স্বাচ্ছন্দে কাজ করে দেয়। পক্ষান্তরে তাদের সাথে কঠোরতা করলে বাধ্য হয়ে করলেও তাতে মনোযোগ ও নিষ্ঠা থাকে না। তাই আমিরকে মামুরদের আদেশ করার ক্ষেত্রে এ বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকতে হবে, যেন তাদের ওপর কোনো কাজ বোঝা হয়ে না দাঁড়ায়।

চার. মামুরদের সকল বিষয়ে খোঁজখবর রাখা

আমিরের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব হলো তার মামুরদের সার্বিক বিষয়াদির ব্যাপারে খোঁজখবর রাখা। যেমন তার পারিবারিক দিক, তার আর্থিক দিক, তার দৈহিক সুস্থতার দিক, তার মানসিক অবস্থার দিক ইত্যাদি বিষয়ে খোঁজ রাখবে। কোনো প্রয়োজন থাকলে তা সামর্থ্যের মধ্যে পূরণ করার চেষ্টা করবে। হাদিসে এটার ব্যাপারে অবহেলাকারীদের জন্য ধমকি এসেছে।

আবু মারইয়াম আজদি রা. বলেন :

دَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ: مَا أَنْعَمَنَا بِكَ أَبَا فُلَانٍ - وَهِيَ كَلِمَةٌ تَقُولُهَا الْعَرَبُ - فَقُلْتُ: حَدِيثًا سَمِعْتُهُ أُخْبِرُكَ بِهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ وَلَّاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ، وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ، احْتَجَبَ اللهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ، وَفَقْرِهِ» قَالَ: فَجَعَلَ رَجُلًا عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ

'আমি মুআবিয়া রা.-এর নিকট গেলে তিনি বলেন, হে অমুকের পিতা, আমার নিকট তোমার আগমন সুস্বাগতম! এটা আরবদের বাকরীতি। আমি বললাম, আমি একটি হাদিস শুনেছি, যা আপনাকে জানাব। আমি রাসুলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা কোনো ব্যক্তিকে মুসলিমদের কোনো দায়িত্বে নিয়োগ করার পর যদি সে তাদের প্রয়োজন পূরণ ও অভাবের সময় দূরে-আড়ালে থাকে তখন মহান আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ ও অভাব-অনটন দূর করা থেকে দূরে থাকবেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর মুআবিয়া রা. জনসাধারণের প্রয়োজন পূরণের জন্য এক ব্যক্তিকে নিয়োগ দিলেন। (সুনানু আবি দাউদ : ৩/১৩৫, হা. নং ২৯৪৮, প্রকাশনী : আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত)

পাঁচ. বিবাদ নিরসনের জন্য উভয়পক্ষের কথা শুনা

মামুরদের মধ্যে অনেক সময় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে সাধারণত দেখা যায়, যে আগে বিচার নিয়ে যায়, তার কথা শুনেই আমির প্রভাবিত হয়ে পড়ে এবং দ্বিতীয় পক্ষের কথা ভালো করে শুনার প্রয়োজন অনুভব করে না বা শুনলেও ভালো করে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। কেননা, প্রথম পক্ষের কথা প্রথমেই তার মাথায় গেঁথে গেছে, এজন্য সে আগে থেকেই দ্বিতীয় পক্ষকে দোষী ভেবে রেখেছে। কিন্তু ইসলামের নিয়ম এমন নয়। আমির যেকোনো একজনের কথা শুনেই প্রভাবিত হয়ে পড়বে না; বরং শান্তভাবে উভয়ের বক্তব্য ও দলিলাদি ভালো করে সমদৃষ্টিতে দেখবে, এরপর তাদের মাঝে ইনসাফের সাথে সুষ্ঠু বিচার সম্পন্ন করবে।

আলি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন :

إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ، فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي.

'তোমার নিকট যখন দুজন লোক বিচারের জন্য আবেদন করে তখন দ্বিতীয় পক্ষের বক্তব্য সম্পূর্ণ না শুনেই তুমি প্রথম পক্ষের কথার ওপর ভিত্তি করে রায় দেবে না। তাহলে তুমি শীঘ্রই জানতে পারবে, কীভাবে তুমি ফয়সালা করছ।' (সুনানুত তিরমিজি : ৩/১১, হা. নং ১৩৩১, প্রকাশনী : দারুল গারবিল ইসলামি, বৈরুত)

এ থেকে বুঝা গেল, আমভাবে সমাজে বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রথমজনের কথাকে মূলভিত্তি বানিয়ে বিচার করা হয়, তা সম্পূর্ণরূপে ইসলাম পরিপন্থী পদ্ধতি। একজন আমিরের জন্য এটা কখনো সংগত নয় যে, সে এমন মুর্খদের মতো শুধু একপক্ষের কথার ভিত্তিতেই বিচার করবে। তাই কখনো তার কাছে তার মামুরদের কেউ বিচার নিয়ে এসে হাজার কথা শুনিয়ে গেলেও তাতে ভ্রুক্ষেপ করা যাবে না; যতক্ষণ না দ্বিতীয়জনের কথা শুনা হবে।

ছয়. বিচার-মীমাংসার সময় রাগান্বিত না থাকা

মামুরদের মাঝে যখন কোনো বিষয়ে বিচার-মীমাংসা করবে বা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে তখন শান্ত ও সুস্থ মস্তিষ্কে তা গ্রহণ করবে। রাগ-গোসসা বা মানসিক পেরেশানির সময় কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। কেননা, এতে ভুল হওয়ার সমূহ আশঙ্কা থেকে যায়। আর মানবীয় দুর্বলতার কারণে এটা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এজন্য সুস্থির ও শান্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এর আগে কিছুতেই কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়া যাবে না।

আব্দুর রহমান বিন আবু বাকরা রহ. বর্ণনা করেন :

كَتَبَ أَبِي إِلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضٍ: أَنْ لاَ تَحْكُمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ يَحْكُمُ الحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ.

'উবাইদুল্লাহ একজন বিচারক ছিলেন। আমরা পিতা বাকরা রা. তাকে এ চিঠি লিখে পাঠালেন, তুমি উত্তেজিত অবস্থায় কখনো দুই পক্ষের মধ্যে বিচারকার্য সমাধা করবে না। কেননা, রাসুলুল্লাহ সা.-কে আমি বলতে শুনেছি, বিচারক রাগান্বিত অবস্থায় যেন দুপক্ষের মাঝে বিচারকার্য পরিচালনা না করে।' (সুনানুত তিরমিজি : ৩/১৩, হা. নং ১৩৩৪, প্রকাশনী : দারুল গারবিল ইসলামি, বৈরুত)

এ হাদিস থেকে বুঝা যায়, রাগান্বিত অবস্থায় বিচার তো দূরে থাক সাধারণ কোনো সিদ্ধান্তও নেওয়া উচিত নয়। কেননা, রাগের সময় মাথার সেন্স পুরোপুরি ঠিক থাকে না, যদ্দরুন অধিকাংশ সময়ই ভুল সিদ্ধান্ত চলে আসে। তাই আমিরের এ দিকটি খুব খেয়াল রাখতে হবে যে, যখন মামুরদের মাঝে মীমাংসা করতে যাবে তখন তার মাথা শান্ত ও স্বাভাবিক আছে কিনা। স্বাভাবিক থাকলে তবেই মীমাংসায় বসবে, অন্যথায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

অনুশীলনী

১. হাদিসের নস উল্লেখপূর্বক আমিরদের ফজিলত বর্ণনা করো।

২. আমির বা শাসকদের ব্যাপারে হাদিসে কীরূপ সতর্কবাণী এসেছে, বর্ণনা করো।

৩. নেতৃত্ব কামনাকারীদের ব্যাপারে বর্ণিত হাদিসসমূহ উল্লেখ করো।

৪. একজন আমিরের মধ্যে কী কী গুণ থাকা অপরিহার্য? নস-সহ বিশদভাবে বর্ণনা করো।

৫. যে শাসক গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে বিশ্বাসী, তাকে কেন মুসলিমদের আমির বলা যায় না—কারণ ব্যাখ্যা করো।

৬. মামুরদের ক্ষেত্রে আমিরদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো আলোকপাত করো।